জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – মার্চ/০২

<u>সংবাদ শিরোনাম ঃ</u>

* ফিলিস্তিনি ঐক্যের সরকার নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যস্থকারীদের সঙ্গে বান কি মুনের আলোচনা
* মার্কিন কর্মকর্তাদের প্রতি ডবি-উএফপি প্রধান ক্ষুধা জয়ই শান্তির মুলমন্ত্র
* উত্তর কোরিয়া পুনরায় পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে: আইএইএ প্রধান
* আল-আকসা মসজিদের কাছে খনন কাজ বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান
* নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কসোভোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বান কি মুনের আহ্বান

ফিলিস্তিনি ঐক্যের সরকার নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যস্থকারীদের সঙ্গে বান কি মুনের আলোচনা

১৯ মার্চ– ফিলিস্তিনে নতুন ঐক্যের সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ফাতাহ ও হামাসের যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার গুরুত্বপুর্ণ মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে কনফারেন্স কলের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য সফরের আগে তিনি এ বৈঠক করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারগেই ল্যাভরভ, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক-ওল্টার স্টেইনমায়ার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বর্তমান প্রেসিডেন্ট, ইউরোপীয় পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক শীর্ষ প্রতিনিধি হাভিয়ার সোলানা ও ইউরোপীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার বেনিটা ফেরেরো-ওয়াল্ডনার এ আলোচনায় অংশ নেন।

ফিলিস্তিনে হামাস গত বছরের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয় লাভ করার পর সরকার গঠন করে। এর পর থেকে ইসরায়েল ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হয়ে যে কর ও শুল্ক আদায় করত তা তাদেরকে ফেরত দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এমনকি আন্তর্জাতিক দাতারাও ফিলিস্তিনকে প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখে। তারা ফিলিস্তিনের হামাস সরকারের প্রতি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দান, সহিংস পথ ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং এর আগে এ দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়।

তারা গত মাসে সৌদি আরবের মক্কায় হামাস ও ফাতাহ আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যের সরকার গঠন নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ফিলিস্তিনকে বহুবার এ তিনটি বিষয় মেনে নিতে বলেছে। ফিলিস্তিনে ফাতাহ আন্দোলন ক্ষমতায় থাকাকালে ইসরায়েলের সঙ্গে আগের সেই চুক্তিটি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক দাতারা এ দুই দেশের মধ্যকার সহিংসতা বন্ধে শান্তির মহাপরিকল্পনাকে সমর্থন করেন।

এ সপ্তাহের শুরুর দিকে বান কি মুন তার মধ্যপ্রাচ্য সফর শুরু করতে যাচ্ছেন। তিনি মিশর, ফিলিস্তিন, ইসরায়েল ও জর্দান হয়ে ২৮ মার্চ সৌদি আরবের রিয়াদে আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। পরে লেবানন সফরে যাবেন। আগামী ২ এপ্রিল তিনি নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ফিরে আসবেন।

মুনের মুখপাত্র মাইকেল মন্টাস আজ এক ব্রিফিংয়ে বলেন, 'আরব বিশ্বের কূটনীতিতে আমরা নতুন গতি দেখতে যাচ্ছি বলে মহাসচিব মনে করছেন। তার এ সফরে মধ্যপাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া, লেবানন ও দারফুরের স্থিতিশীলতা এবং ইরাকের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রাধান্য পাবে।'

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে জাতিসংঘের গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক ও কার্যক্রমভিত্তিক ভূমিকা রয়েছে। মুনের আলোচ্যসুচিতে এ অঞ্চলটি বেশ গুরুত্বসহকারেই আছে। তিনি আরও বলেন, 'মহাসচিব প্রথমে এ অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের

হস্তক্ষেপ ও তাদের উপস্থিতি দেখতে চান। একই সঙ্গে তিনি এ অঞ্চলের জনগণ কি কি সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন সে সম্পর্কেও জানতে চান।'

মুখপাত্র বলেন, রিয়াদ সম্মেলনে মুন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া পুনরায় সচল করার ক্ষেত্রে এবং লেবানন, ইরাক ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনার চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে চান।

মার্কিন কর্মকর্তাদের প্রতি ডবি-উএফপি প্রধান
ক্ষুধা জয়ই শান্তির মুলমন্ত্র

১৬ মার্চ– জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির (ডবি-উএফপি) নির্বাহী পরিচালক জেমস টি মরিস বলেছেন, শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুধাকে জয় করা একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। বিশ্বব্যাপী এ সমস্যা সমাধানে তিনি জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের আরও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। গতকাল মার্কিন সিনেটের কৃষি উপযোগী উপ-কমিটির খাদ্য সহায়তা বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

ডবি-উএফপি প্রধান মরিস বলেন, 'আজ ও অনাগত ভবিষ্যতের প্রতিদিন ক্ষুধা ও ক্ষুধা সংক্রান্ত অসুস্থতায় প্রতি পাঁচ মিনিটে ১৮ হাজার শিশু মারা যাবে। বিশ্বে বর্তমানে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা ৮৫ কোটি ২০ লাখ। প্রতি বছর এ সংখ্যা ৪০ লাখ করে বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আমাদের দাতারা এক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ অবদান রাখছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তা যথেষ্ট নয়। আমরা এ লড়াইয়ে জয়ী হতে পারছি না।'

মরিস বলেন, এ সমস্যা 'কেবল প্রাচুর্যের যুগে বসবাস করে আমরা যে আমাদের বিবেককে অসম্মান করছি তা নয়, একে অগ্রাহ্য করে আমরা নিজেদেরকেই লাগামহীন ঝুঁকির মধ্যে ফেলছি।'

তিনি বলেন, 'উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া ক্ষুধা' দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে পঙ্গু করে দিচ্ছে। তবে অল্প বয়সী শিশু ও তাদের মায়েদের পুষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এ চক্রকে ভেঙ্গে দেবে। 'দরিদ্রতম দেশ তথা আমাদের সকলের শুভ ভবিষ্যৎ গড়তে এককভাবে এটি একটি চমৎকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র।'

বিশ্বের বৃহৎ খাদ্য সহায়তাকারী সংস্থা ডবি-উএফপি প্রধান মরিস আগামী এপ্রিলে তার পদ থেকে অবসর নেবেন। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের সুনামি থেকে শুরু করে সুদানের দারফুরের সহিংসতা পর্যন্ত ব্যাপক দুর্যোগের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, তার পাঁচ বছরের মেয়াদকালে ডবি-উএফপি অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

তিনি খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তন ও এইচআইভি/এইডসের ভয়াবহ প্রভাবের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর ফলে একই সময়ে পণ্য ও পরিবহন ব্যয় দ্রুত বেড়ে গেছে।

মরিস বলেন, ডবি-উএফপির তহবিল গঠনে একক বৃহৎ দাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্র। তারা এই বাড়তি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে। এর ফলে ক্ষুধার্ত দরিদ্র দেশগুলোতে নেতিবাচক ধারা ঠেকানো সহায়ক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এক সময় বলেছিলেন, 'অস্ত্র দিয়ে নয়, আপনি গম দিয়ে বিশ্বকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, এটিই সত্য।'

উত্তর কোরিয়া পুনরায় পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে
ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে: আইএইএ প্রধান

১৫ মার্চ–উত্তর কোরিয়া পুনরায় জাতিসংঘ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে (এনপিটি) ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জ্বালানি ও অন্যান্য সহায়তার বিনিময়ে তারা গত মাসে তাদের পরমাণু অস্ত্র কর্মসুচি বন্ধের অঙ্গীকার করার পর নতুন করে এ প্রতিশ্রুতি দিল। ২০০২ সালে

তারা ওই চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক মোহাম্মদ এলবারাদি পিয়ংইয়ংয়ে আলোচনা শেষে বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।' উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে তাকে পিয়ংইয়ং সফরের আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনাকে তিনি 'সার্বিক দ্বার উন্মোচন' বলে উলে-খ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে দুই পক্ষের সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে।

তবে আইএইএ প্রধান সতর্ক করে বলেন, 'অনেক বছর পর আমরা সঠিক পথ ফিরে পেয়েছি। তাই বলে এক রাতের মধ্যে এটি কার্যকর হচ্ছে না।' উত্তর কোরিয়া ২০০২ সালে আইএইএ পরিদর্শকদের পিয়ংইয়ং ত্যাগের নির্দেশ দেয় এবং পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। একই সঙ্গে জ্বালানি স্থাপনাকে যাতে অস্ত্র তৈরির স্থাপনা হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আইএইএ-এর নিরাপত্তা রক্ষাগুলো বাতিল করে। এদিকে পরমাণু পরীক্ষা চালানোর পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গত অক্টোবরে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ।

পিয়ংইয়ং অবস্থানকালে এলবারাদি উত্তর কোরিয়ার আণবিক শক্তি ব্যুরোর চেয়ারম্যান রি জে সন, উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিম হিওং জুন ও পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম ইং দায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় কোরিয়ার পরমাণু স্থাপনা বন্ধ সম্পর্কিত আইএইএ-এর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা হয়।

এলবারাদি বলেন, গত মাসে বেইজিংয়ে ছয় জাতির আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে কোরিয়া তার প্রতি 'সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ'। 'প্রাথমিক পদক্ষেপ' হিসেবে উত্তর কোরিয়া বাদে অপর পাঁচ জাতি তাদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি পুরণ করার পর তারাও আইএইএ কর্মকর্তাদের পিয়ংইয়ং পরিদর্শনের অনুমতি দেবে। তিনি বলেন, 'কোরিয়া এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে যে, চুক্তি অনুযায়ী অন্যরা তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করলে তারাও তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত আছে।'

ছয় জাতি হলো- উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। তারা এ 'প্রাথমিক পদক্ষেপের' ব্যাপারে একমত হয়েছে। এতে বলা হয়, ৬০ দিনের মধ্যে উত্তর কোরিয়া আইএইএ-এর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী পুনপ্রক্রিয়াকরণসহ তাদের ইংবিওন পরমাণু স্থাপনা বন্ধ করবে এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য আইএইএ কর্মকর্তাদের পিয়ংইয়ং পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাবে।
এর পরবতী পদক্ষেপ হিসেবে আইএইএ উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সুনির্দিষ্ট কারিগরি ব্যবস্থাপনা নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করবে। এসব শর্ত আইএইএ-এর বোর্ড অব গভর্নর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এলবারাদি বলেন, 'উত্তর কোরীয় কর্তৃপক্ষ ইয়ংবিওন পমরাণু স্থাপনা বন্ধে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইএইএ-এর সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আছে। তারা কোরীয় উপদ্বীপকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ করতে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার কথা জানিয়েছে।'

আইএইএ প্রধান বলেন, 'আমি আশা করি আগামী কয়েক সপ্তাহ, মাস ও বছরে আমরা কোরীয় উপদ্বীপকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য বাস্তাবায়নে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে কাজ করে যেতে পারব।'

আল-আকসা মসজিদের কাছে খনন কাজ বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান

১৪ মার্চ- জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে সড়ক তৈরিতে ইরসায়েলের খনন কাজ আল-আকসা মসজিদের জন্য হুমকি না হলেও এবং গুণগত মান বজায় রেখে কাজ করলেও তাদের এ খনন কাজ স্থগিত রাখা উচিত। একই সঙ্গে তাদের উচিত খনন কাজের চূড়ান্ত নকশা নিয়ে সেখানকার মুসলিম ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

আল-আকসা মসজিদের কাছে খনন কাজ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের কারণে একটি কারিগরি মিশন ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করে। পরে সেটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেস্কো) কাছে পাঠানো হয়।

এতে বলা হয়, মুঘরাবি গেট পর্যন্ত সংযোগস্থাপনকারী এ সড়কটির সংস্কার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। যে পর্যন্ত মাটি খোড়া হয়েছে তা সংস্কার কাজের জন্য যথেষ্ট। তাই ইসরায়েলকে অবিলম্বে এ কাজ বন্ধ করতে বলা উচিত। ২০০৪ সালে ভারি বর্ষণ ও তুষারপাতের কারণে এ সড়কটির একাংশ ভেঙ্গে পড়ে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদের হারম এস-শরিফের ভেতরে কোনো খোড়াখুড়ির কাজ করা হচ্ছে না। এর পশ্চিম পাশের দেয়াল থেকে ১০ মিটার দুরেই মাটি কাটার কাজ শেষ করা হয়েছে। এ দেয়ালটি বাইবেলে বর্ণিত গির্জার একাংশ হিসেবে ইহুদির কাছেও পবিত্র স্থান।

জেরুজালেমের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ইসলামিক ওয়াকফ্ ওই খনন কাজকে অবৈধ বলে উলে-খ করেছে। কেননা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দখলকৃত কোনো শহরে এ ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না। ইসরায়েল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জেরুজালেমের ওল্ড সিটিটি দখল করে নেয়। ওয়াকফ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, খনন কাজ অব্যাহত থাকলে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে সে সময়কার মুসলমানদের একাংশের এ শেষচিহ্নটি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা ইউনেস্কোকে ইসরায়েলের এ কাজে বাধা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
কারিগরি মিশনটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান বলে স্বীকৃত জেরুজালেমে চার দিন অবস্থান করে এ প্রতিবেদন তৈরি করে। তাতে তারা ইসরায়েলকে মুঘরাবি সড়কের নকশায় বড় ধরনের পরিবর্তন না এনে চূড়ান্ত নকশার বিষয়টি স্পষ্ট করে জানাতে বলেছে।

জেরুজালেমে মুসলমানদের পবিত্র মাজারগুলোতে ওয়াকফ ও জর্দানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই ইসরায়েলকে অবিলম্বে ওয়াকফ ও জর্দানসহ অন্যান্য সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে বলা হয়। কার্যপরিকল্পনা ঠিক করতে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের আর কোনো কাজ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্যই তাদের একটি সমঝোতায় আসা উচিত। পরে ইউনেস্কোর সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক দল এ প্রক্রিয়া তদারক করবে।

গত জুলাইতে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐহিত্য কমিটি এ এলাকায় সংস্কার কাজ সংশি-ষ্ট সকল তথ্য জানানোর কথা বলেছে। মিশনের এ প্রতিবেদনেও কমিটির ওই সিদ্ধান্ত মেনে চলার জন্য ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ না করেই ইসরায়েল জানুয়ারি থেকে খনন কাজ শুরু করে।

কারিগরি এ মিশনে ছিলেন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের পরিচালক ফ্রান্সেস্কো বান্দারিন, সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সংস্কার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সমীক্ষা কেন্দ্রের মহাপরিচালক মুনির বুচেনাকি, ভাস্কর্য ও দর্শনীয় স্থান বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিষদের সভাপতি মাইকেল পিৎজেল ও বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের ভেরোনিক ডুগ। মিশনটি ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত জেরুজালেমে অবস্থান করে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কসোভোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বান কি মুনের আহ্বান

১৩ মার্চ- কসোভোর আলবেনীয় নেতৃত্বাধীন সরকার ও সার্বিয়ার মধ্যে আলবেনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সার্বিয়ার এ প্রদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অচলবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন কসোভোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। আজ ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে।

গত নভেম্বর থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী প্রশাসন মিশন (ইউএনএমআইকে) ও অন্যান্য অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে বান কি মুন বলেন, 'জাতিসংঘ অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠনের প্রায় আট বছর পর কসোভো ও এর জনগণের তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে পরিস্কার হওয়া দরকার।

জঙ্গি গোষ্ঠীর সহিংসতার কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, কসোভোর ভবিষ্যত সম্পর্কে স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা গেলে সকলেই শান্তি তে সহাবস্থান করতে পারবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কসোভোর রাজধানী প্রিস্টিনায় গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভের সময় দুইজন মারা গেছেন। কসোভার আলবেনীয় আত্মপরিচয় আন্দোলন *ভেতেভেনদোজে* এ বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল। প্রতিবেদনে সকল পক্ষকে শান্তিপুর্ণভাবে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংযত ও দায়িত্বান হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
অচলবস্থার মুখে মহাসচিবের বিশেষ দুত মারতি আহতিসারি সম্প্রতি এ দুই পক্ষের মধ্যকার আলোচনা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। কসোভোর জন্য সাময়িক পরিকল্পনা প্রকাশ করার পর তিনি এ ঘোষণা দেন। ১৯৯৯ সালে পশ্চিমা বাহিনী কসোভো থেকে যুগোশ-াভিয়ার সৈন্যদের বিতাড়িত করার পর জাতিসংঘ এ প্রদেশের দেখাশুনা করছে। কিন্তু গত মাসের প্রথমদিকে ভয়াবহ জাতিগত সহিংসতার পর আলোচনা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়।

অনেক আলবেনীয় সার্বিয়ার স্বাধীনতা যাচ্ছেন। কেননা সেখানে সার্বদের সংখ্যা বেশি। অবশ্য অন্যান্য এলাকায় এ হার নয়জনে একজন। তবে সার্বিয়া স্বাধীন হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাছাড়া উভয় পক্ষই এ পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করেছে এই ভেবে যে, এটি হবে এমন স্বাধীনতা যার তদারক করবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

চলতি সপ্তাহান্তে ভিয়েনায় সার্বিয়া ও কসোভোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে আহতিসারি বলেন, ‘আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এ দুই পক্ষ আজকের পরে আর তাদের আগের সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি।’

বিশেষ দুত বলেন, তিনি এ মাসের শেষদিকে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সর্বশেষ যে পরিকল্পনা পেশ করবেন তাতে স্বাধীনতা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা থাকবে।

তার ওই প্রতিবেদনে মহাসচিব বলেন, কসোভোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পর স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় ও তাদের মর্যাদা পরিবর্তন সম্পর্কিত পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতিসংঘ কর্মীরা ‘ভবিষ্যৎ মর্যাদা সম্পর্কিত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির’ ওপর গুরুত্ব দেবেন।

** ** **